বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা পুলিশের আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা পুলিশের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের অবমাননার প্রতিবাদ, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ, মাদক ও জঙ্গীবাদ নির্মূল সংক্রান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার ১২ টার দিকে জেলা পুলিশ লাইন সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সভা সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম।

মেহেরপুর কারাগারে মহিলা হাজতির আত্মহত্যা

মেহেরপুর জেলা কারাগারে নাজমা খাতুন (৩২) নামের এক মহিলা হাজতি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডের বাথরুমের গ্রিলের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। পরে ভোরের দিকে কারা কতৃপক্ষ নাজমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নিজের মেয়েকে হত্যার দায়ে গত জুলাই মাস থেকে নাজমা খাতুন কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডে আটক ছিল। নাজমা খাতুন সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মাজহারুল ইসলামের স্ত্রী।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কারাগারের জেল সুপার মকলেছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মহিলা ওয়ার্ডে এক মহিলা হাজতি বাথরুমে ঢুকে নাজমা খাতুনকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে থাকতে দেখে আমাদের খরব দেয়।

পরে আমরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশের ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুরে সাবেক এক এমপিসহ ৩১৩ জন এ তালিকায়

মেহেরপুরের ৩১৩ জনসহ সারাদেশে ৪৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সনদ যাচাই শুরু হচ্ছে। বেসামরিক ৪৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সনদ পুনরায় যাচাই-বাছাই শুরু হচ্ছে। এই যাচাই প্রক্রিয়ায় মেহেরপুরের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল হালিমসহ ৩১৩ জনের তালিকা (সদরে-১৫৩ জন, গাংনীতে-১১৫ জন ও মুজিবনগরে-৪৫ জন) রয়েছেন।
আগামী ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ থেকে এই যাচাই শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তারিখ পরিবর্তন হয়ে ৯ জানুয়ারি ২০২১ পুনঃনির্ধারণ হয়েছে।
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর (জামুকা) অনুমোদন ছাড়াই যেসব মুক্তিযোদ্ধা সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে নিয়েছিলেন, এরকম ৪৩ হাজার মুক্তিযোদ্ধার সনদ যাচাই হবে।
এর মধ্যে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যদি কেউ থাকেন তাঁদের নামের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

গ্রামের মৃত ফয়েজ উদ্দীন বিঃ এর ছেলে মোঃ শহিদুল বিঃ (২০৮), পিরোজপুর গ্রামের কুরবান বিশ্বাসের ছেলে মোঃ মতিয়ার রহমান (২১০), পিরোজপুর গ্রামের মৃত বকু শেখ এর ছেলে মোঃ আঃ রাজ্জাক (২১১), বুড়িপোতা গ্রামের রফাতুল্লাহ বিশ্বাস এর ছেলে মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন (২১৭), দক্ষিণ শালিকা গ্রামের নিহাজউদ্দীন এর ছেলে মোঃ কামাল উদ্দিন (২১৯), তেরঘরিয়া গ্রামের মৃত কাদের মোল্লার ছেলে মোঃ আববার আলী (২২০), কাশ্যবপাড়া গ্রামের চাঁদ মহাম্মদ এর চেলে মোঃ আবুল হোসেন (২৯৫), আমজাদ সড়ক, মেহেরপুর সদরের মৃত আঃ রহিম এর ছেলে মোঃ লোকমান হেকিম (২৯৯), মুখার্জীপাড়া, মেহেরপুর সদরের মৃত বুরজুক আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩০২), কাঁশারীপাড়া, মেহেরপুর সদরের মৃত ইব্রাহীম আলীর ছেলে মৃত সাজেদুর রহমান (৩০৩), সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পাড়া মেহেরপুর সদরের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে মৃত ইমান আলী (৩০৪), হোটেলবাজার, মেহেরপুর সদরের মৃত ফকির মোহাম্মদ এর ছেলে শেখ জমিরুদ্দীন (৩০৫), মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর সদরের হাজী লুৎফর রহমান এর ছেলে মোঃ আবু হালিম (৩০৮), কলেজপাড়া, মেহেরপুর সদরের রাখাল সেখ এর ছেলে মোঃ আবু তালেব (৩১৪), কাঁশারী পাড়া, মেহেরপুর সদরের হাসেম আলী খাঁন এর ছেলে মোঃ কাসিদুল হাসান খান (৩১৫), কাথুলী রোড়, মেহেরপুর সদরের দেছের উদ্দিন এর ছেলে মোঃ মোজাম্মেল হক (৩২১), দিঘিরপাড়া, মেহেরপুর সদরের মজহার মন্ডল এর ছেলে রহমত আলী (৩২৩), মল্লিবপাড়া, মেহেরপুর সদরের মুত মোহার আলীর ছেলে মোঃ আবু ছালেক হারু (৩২৫), বাসস্ট্যান্ডপাড়া, মেহেরপুর সদরের আবুদল হাকিম এর ছেলে কে. এম. ফজলুল করিম (৩২৭), বাসস্ট্যান্ডপাড়া, মেহেরপুর সদরের মৃত ডাঃ জাফর আলীর ছেলে আ ই ম নাজমুল হক (৩২৮), জোটেল বাজার, মেহেরপুর সদরের মৃত সৈয়দ আলম সেখ এর ছেলে মৃত শাহাজান আলী খাঁন (৩২৯), বাসস্ট্যান্ডপাড়া, মেহেরপুর সদরের সৈয়দ আলী সেখ এর ছেলে মোহাঃ রেজাউল হক (৩৩০), হোটেলবাজার, মেহেরপুর মৃত ডঃ ফয়জুর ইলাম এর ছেলে মোঃ খাদেমুল ইসলাম (৩৩২), চক্রপাড়া, মেহেরপুর পৌরসভার এমএম দৌলত আলীর ছেলের এম এম খালেকুজ্জামান (৩৩৮), কাশারীপড়া, মেহেরপুর এমএম দৌলত আলীর ছেলে এম এম কামরুজ্জামান (৩৩৯), রামদাসপুর গ্রামে মৃত হারুসন বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ আঃ বারী (৩৪৪), বামদাসপুর গ্রামের জহুর আলীর ছেলে মোঃ ইসমাইল (৩৪৫), রামদাসপুর গ্রামের বাহার মন্ডল এর ছেলে মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৩৪৬), রামদাসপুর গ্রামের খোশ মোহাম্মদ এর ছেলে মোঃ বজলু (৩৪৮), রামদাসপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেন এর ছেলে ইমদাদুল আলী (৩৪৯), বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে মৃত ইছারুদ্দীন এর ছেলে বাবর আলী (৩৫০), উজলপুর গ্রামের তিকু বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ রাহানুল কবীর (৩৫২), উজলপুর গ্রামে রমওলা

বকস এর ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান (৩৫৩), তেরঘরিয়া আশয়ণ আছাদ আছাদ মন্ডল এর ছেলে মোঃ নায়েব আলী (৩৫৫), বাড়ীবাঁকা গ্রামের কালাচাঁদ মন্ডল এর ছেলে মোঃ আবুল কাশেম (৩৬৯), গোভীপুর গ্রামের মৃত ওয়ারেস আলীর ছেলে মোঃ আঃ আজিজ (৩৭২), বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আহাদ আলীর ছেলে মোঃ জমসের আলী (৩৭৩), বাজিত গ্রামের সবদেল মন্ডল এর ছেলে জোয়াদ আলী (৩৭৪), বুড়িপোতা গ্রামের মৃত ফকির মন্ড এর ছেলে মোঃ আঃ ছাত্তার (৩৭৫), বুড়িপোতা গ্রামের মৃত কফিল উদ্দীন এর ছেলে মোঃ আনছান আলী (৩৭৬), বুড়িপোতা গ্রামের নিয়ামত শেখ এর ছেলে মোঃ নজরুল ইসলাম (৩৭৭), বাজিতপুর গ্রামের মৃত কাদের মোল্লা এর ছেলে মোঃ ইনছদ্দী (৩৭৮), দক্ষিণ শালিকা মৃত আভলাস সেখ ছেলে মাজহার আলী (৩৮০), দফরপুর গ্রামের মফেজুদ্দিন এর ছেলে মোঃ গিয়াস উদ্দীন (৩৮৩), ইসলামনগর মনতাজ মিয়া এর ছেলে মোঃ নুরুন নবী (৩৮৮), ঝাউবাড়িয়া গ্রামের রহিম বকস মোঃ মুরাদ আলী (৩৮৯), আমদহ গ্রামের এবাদত মন্ডল এর ছেলে মোঃ আঃ রকিব (৩৯৪), আশরাফপুর গ্রামের মুত কোকিল ছেলে মোঃ সমুর আলী (৩৯৫), বামনপাড়া গ্রামের মৃত আবদুল্লাহ শাহা ছেলে মোঃ বাহার শাহা (৩৯৬), বন্দর গ্রামের মওলা বক্স এর ছেলে এস, এম কেরামত আলী (৩৯৭), বন্দর গ্রামের আফজাল হোসেন মোঃ আবু তাহের (৩৯৮), বামনপাড়া গ্রামের কাজী বশির উদ্দীন এর ছেলে কাজী নুরুল ইসনাম (৪০০), আশরাফপুর গ্রামের মৃত আইজদ্দীন এর ছেলে মোঃ আয়ুব আলী (৪০৩), গোরুস্থানপাড়া গ্রামের আসাদ আলী বিশ্বার এর ছেলে মোঃ আবুল হোসেন (৪০৬), পিরোজপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (৪০৭), বলিয়াপুর গ্রামের মৃত নিয়াজ সদ্দার এর ছেলে ইছার উদ্দীন সরদার (৪১০), বলিয়াপুর গ্রামের গফুর শেখ ছেলে দৌলত শেখ (৪১১), টুংগি গ্রামের বেলায়েত মন্ডলের ছেলে রমজান আলী (৪১৫), টুংগি গ্রামের বেলায়েত মন্ডলের ছেলে রমজান আলী (৪১৫), টুংগি গ্রামের মৃত বেলায়েত শেখের ছেলে মোঃ ফিরতাদ আলী (৪১৬), গহরপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোঃ আব্দুল হান্নান (৪১৮), পিরোজপুর গ্রামের মনছদ্দীন শেখের ছেলে মোঃ ফতে আলী (৪১৯), বরশীবাড়ীয়া গ্রামের মোঃ আলতাব বিশ্বাসের ছেলে আবুতাহের(৪২৭), মমিনপুর গ্রামের মোঃ সামেদ আলীর ছেলে মোঃ হাসেম আলী (৪৩২), রাজনগর গ্রামের এরশাদ মন্ডলের ছেলে মোঃ নুর ইসলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা (৪৩৭), কলাইডাঙ্গা গ্রামের খোকা শেখের ছেলে মোঃ শুকুর আলী (৪৩৯), মমিনপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে মোঃ ইয়াসিন আলী (৪৪০), রাজনগর গ্রামের মৃত চমৎকার আলীর ছেলে মোঃ ফজলুল হক (৪৪১), পিরোজপুর গ্রামের মৃত বাহার মন্ডলের ছেলে আব্দুল জলিল (৪৪২), চক্রপাড়া মেহেরপুর সদরের হাজী নুর মহাঃ কোঃ

এর ছেলে মোঃ আব্দুল কাশেম কোরেশী (৪৮৮), কাশারীপাড়া মেহেরপুর সদরের মোঃ আব্দুল আজীজ মালিথার ছেলে মোঃ ইলিয়াস হোসেন (৯৭৬), স্টেডিয়ামপাড়া মেহেরপুর সদরের আব্দুল আজীজের ছেলে মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া (৯৭৭), মেহেরপুর শহর পিয়াদাপাড়ার মনিরউদ্দীন শেখের ছেলে মোঃ সিরাজুর ইসলাম (৯৭৮), মেহেরপুর শহর বোসপাড়ার রহমতুল্লাহ মন্ডলের ছেলে মোঃ আব্দুল রাজ্জাক (৯৭৯), মেহেরপুর শহরের আতর আলী শেখের ছেলে মোঃ খোদাবকস শেখ (৯৮০), মেহেরপুর শহর কাশারীপাড়ার মৃত হাজী উসমান গনির ছেলে মৃত ডা: মোহাম্মদ রশিদ (৯৮১), মেহেরপুর শহর স্টেডিয়ামপাড়ার মৃত দেলোয়ার হোসেনের ছেলে রবিউল হোসেন (৯৮২), কুলবাড়িয়া গ্রামের জিল্লুর রহমান মোল্লা ছেলে মোঃ গোলাম কবির (৯৮৩), কালিগাংনী গ্রামের মঈজুদ্দীন মন্ডলের ছেলে মোঃ ইয়াকুব আলী (৯৮৪), যাদবপুর গ্রামের মদন শেখের ছেলে মোঃ বেলাল হোসেন (৯৮৫), যাদবপুর গ্রামের নিয়ামত আলী শেখের ছেলে মোঃ মাহাতাব আলী শেখ (৯৮৬), গোভীপুর গ্রামের মৃত খোদা বক্সের ছেলে মাহাতাব উদ্দীন (৯৮৭), বাড়ীবাকা গ্রামের আইজউদ্দীনের ছেলে মোঃ মোওলা বক্স (৯৮৮), আমদাহ গ্রামের মৃত খোকাই ভিস্তির ছেলে মোঃ রমজান ভিস্তি (৯৮৯), দক্ষিণ শালিকা গ্রামের মৃত মনসাদ আলী ছেলে মৃত আলীহিম (৯৯০), শালিকা গ্রামের আজগরের ছেলে মোঃ আজিজুল হক (৯৯১), দক্ষিণ শালিকা গ্রামের মৃত কপেল হালসুনার ছেলে মৃত সামসুল হক (৯৯২), ইছাখালী গ্রামের জালাল উদ্দীন এর ছেলে মোঃ এসকেনদার (৯৯৩), গোভীপুর গ্রামের পিজিরউদ্দীন মোঃ আবির উদ্দীন (৯৯৪), গোভীপুর গ্রামের ফকির শেখের ছেলে মোঃ ইকার আলী (৯৯৫), শালিকা গ্রামের মৃত ইমান আলীর ছেলে মোঃ ছামছদ্দীন (৯৯৬), চাঁদবিল নিত্রগোলা হালদারের ছেলে গুরুদাস হালদার (৯৯৭), ঝাউবাড়িয়া গ্রামের আলম শেখের ছেলে মোঃ রাইহান আলী (৯৯৮), দফরপুর গ্রামের নরুবক্স বিশ্বাসের ছেলে নজরুল ইসলাম (৯৯৯), মেহেরপুর শহর থানাপাড়ার ফসিউদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ শহিদুল হক বিশ্বাস (১০০১), মেহেরপুর মৃত আজিমদ্দীনের ছেলে মোঃ মজ্জাম্মেল হক (১০০২), মেহেরপুর শহর বিএডিসিপাড়ার মুরাদআলী মল্লিকের ছেলে মোঃ আহসান হাবীব (১০০৩), মেহেরপুর শহর কাশারীড়ার সাবদার হোসেনে এর ছেলে মোঃ এনামুল হক (১০০৪), মেহেরপুর শহর কাশারীপাড়ার মৃত সুলতান উদ্দীন খানের ছেলে মোঃ গোলাম মস্তফা খান (১০০৫), মেহেরপুর শহর বোসপাড়ার এমদাদুল হকের ছেলে মোঃ আব্দুল লতিফ (১০০৬), মেহেরপুর শহর মল্লিকপাড়ার মৃত মজিবুর রহমানের মৃত সফিকুর রহমান বাদসা (১০০৭), মেহেরপুর শহর মন্ডলপাড়া আবুল কাশেমের ছেলে মোঃ আসাদুজ্জামান (১০০৮), মেহেরপুর বালিকা বিদ্যালয় পাড়ার মৃত মুছা কলিম বিশ্বাসের ছেলে মোঃ হায়দার আলী (১০০৯), দিঘিরপাড়ার

মৃত নিয়ামত আলীর ছেলে নওজেশ আলী (১০১০), মেহেরপুর শহর কাশারীপাড়া ছাদের আলীর ছেলে মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (১০১১), কালাচাঁদপুর গ্রামের মৃত মকর উদ্দিন এর ছেলে মোহাম্মদ কুদ্দুস (১০১২), মাঠপাড়া, মেহেরপুর পৌরসভার মনির উদ্দিনের ছেলে মোহাম্মদ জামিল উদ্দিন (১০১৩), বাসস্ট্যান্ডপাড়ার মৃত মোবারক আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (১০১৪), বাসস্ট্যান্ডপাড়ার কোবাদ আলীর ছেলে মোঃ লোকমান হোসেন (১০১৫), কালাচাদপুর গ্রামের মৃত ইংরেজ শেখের ছেলে মোঃ আঃ কুদ্দুস (১০১৬), কাশারীপাড়ার শেখ রুস্তম আলীর ছেলে শেখ সাঈদ আহম্মেদ (১০১৭), খাপাড়া, মেহেরপুর পৌরসভার মুক্তার হোসেন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ আব্দুর রব (১০১৮), মেহেরপুর সাহার উদ্দীনের ছেলে মোঃ আব্দুল রহমান (১০১৯), কলেজপাড়ার মোবারক হোসেন বিশ্বাসের ছেলে উমরুল হুদা (১০২০), কাশবপাড়ার ছোওদ আলীর ছেলে মোঃ আব্দুল খালেক (১০২২), মেহেরপুর মৃত নাজমুল হক বিশ্বাসের ছেলে মোঃ এনামুল হক (১০২৩), স্টেডিয়ামপাড়ার মির মুজাফার আলীর ছেলে মির রওশান আলী মনা (১০২৪), মুখার্জিপাড়া মৃত হারু শেখের ছেলে মোঃ আব্দুর রহমান (১০২৫), উজুলপুর গ্রামের জেকের মন্ডল এর ছেলে মোহাম্মদ পিয়ার উদ্দীন (১০২৬), উজুলপুর গ্রামের আব্দুর সুভানের ছেলে মোঃ আলি হোসেন (১০২৭), তেরঘরিয়া গ্রামের ছুরমান আলীর ছেলে আজীজুল হক (১০২৮), শিবপুর গ্রামের সাবের আলি মোল্লিক এর ছেলে মোঃ শহিদুল ইসলাম (১০২৯), হরিরামপুর গ্রামের মোঃ জাহান আলীর ছেলে মোঃ আব্দুল সালাম (১৩০), রাধাকান্তপুরের মৃত খলিল হোসেনের ছেলে মৃত সিরাজুল ইসলাম (১০৩১), গোভীপুর গ্রামের মৃত শরাফত আলীর ছেলে মৃত জান আলী (১০৩২), গোভীপুর গ্রামের মৃত গিরিস শেখের ছেলে মোঃ সেকেন আলী (১০৩৩), ঝাউবাড়ীয়া গ্রামে পাচু শেখের ছেলে মোঃ সদর আলী (১০৩৫), ঝাউবাড়ীয়া গ্রামের আহম্মদ আলী মন্ডলের ছেলে মোঃ মছলেম আলী (১০৩৬), ঝাউবাড়ীয়া গ্রামের মৃত ওয়াজ আলীর ছেলে মোঃ চতুর আলী (১০৩৭), রঘুনাথপুর গ্রামের রব্বানি শেখের ছেলে মোঃ মাবুদ হোসেন (১০৩৮), কোলা গ্রামের মোঃ মহাশীন মন্ডল ছেলে মাহাতাব আলী (১০৩৯), রঘুনাথপুর গ্রামের আরজ শেখের ছেলে মোঃ কাশেদ আলী (১০৪০), বন্দর গ্রামের মৃত মছলেম আলীর ছেলে মোঃ সৈয়দ নজির আহম্মদ (১০৪১), মেহেরপুর খন্দকার পাড়ার মির আব্দুল লতিফের ছেলে হাজীর মির আব্দুল বাকি (১০৪২), সোনাপুর গ্রামের মৃত আইজুদ্দিন মালিথার ছেলে মোঃ সামসের আলী মালিথা (১০৪৪), বলিয়ারপুর গ্রামের মৃত মেহের আলীরে ছেলে মোঃ আব্দুল কাদের মাস্টার (১০৪৫), মেহেরপুর আফিজউদ্দীনের ছেলে এম এম আব্দুল রাজ্জাক (১০৬৪), আলমপুর গ্রামের মোঃ ফয়জ উদ্দীন মন্ডলের ছেলে মোঃ ইমাদুল হক (১০৭০), থানারোড় মোঃ কাঙ্গালী সরদারের ছেলে

মোঃ আজিজুর হক (১১৪৩), আশরাফপুর গ্রামের মৃত ফিনজিল উদ্দীন এর ছেলে মহাশীন আলী (১১৫০), পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত নীল লাক্ষ্য ভট্টাচার্য্য এর ছেলে শ্রী প্রশান্ত কুমার ভট্টাচার্য্য (১১৫১), গোভীপুর গ্রামের মৃত তকুমউদ্দীন এর ছেলে মোঃ নিয়ামত আলী (১১৫৪), তাতিপাড়া কেএম জায়েদ হোসেন ছেলে কেএম বদরুল আলম (১১৫৭), বাসস্ট্যান্ডপাড়া শেক মোহাম্মদ জাবেদ আলীর ছেলে প্রফেসর আবদুল মান্নান (১১৫৮)।

গাংনী উপজেলা

মোহাম্মদপুর গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে জহুরুল ইসলাম (৫৪৭), নওদাপাড়া গ্রামের জামাল মণ্ডলের ছেলে দবিরউদ্দিন (৬০৫), সিন্দুরকৌটা গ্রামের হোসেন শেখের ছেলে মো: মোরাদ আলী (৬৫০), কোদালকাটি গ্রামের আব্দুর জুব্বারের ছেলে আব্দুর রহমান (৬৫৫), কুঞ্জনগর গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে মৃত আব্দুল মতিন (৬৭৯), শিশিরপাড়ার কায়েম উদ্দিনের ছেলে নজরুল ইসলাম (৭০৮), গাংনীর রবকুল মন্ডলের ছেলে মো: রইচ উদ্দিন (৭১২), ভরাট গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে আব্দুল হাই (৭৩৮), ভরাট গ্রামের আপেল উদ্দিনের ছেলে মো: শওকত আলী (৭৪১), কাজিপুর গ্রামের মজির উদ্দিনের ছেলে শাহাজান আলী (৭৭৫), বালিয়াঘাট গ্রামের কাদের মন্ডলের ছেলে মো: তোজাম্মেল হোসেন (৭৮০), হোগলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত আফিল উদ্দিনের ছেলে মো: আব্দুল বারী (৭৯১), মানিকদিয়া গ্রামের মুন্সী ছমির উদ্দিনের ছেলে মো: নুরুল আমিন (৭৯৫), মানিকদিয়া গ্রামের গোলাপ মালিথার ছেলে আজিজুল হক (৭৯৬), আমতৈল গ্রামের ইছাহক আলীর ছেলে মো: আব্দুল হক (৮০২), হিজলবাড়িয়া গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে ইসমাইল হোসেন (৮০৪), ধর্মচাকী গ্রামের সাবদার হোসেনের ছেলে মোঃ আব্দুল হান্নান (৮০৬), চান্দামারী গ্রামের বাহার আলী বকসের ছেলে মো: দাউদ আলী (৮০৮), চাঁদপুর গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে মৃত আমির আলী (৮১১), কড়ুইগাছি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে আব্দুস সাত্তার (৮১২), শালদহ গ্রামের শহীদুল্লাহর ছেলে আবু সাঈদ শামসুল হুদা (৮১৪), গাংনী বালিকা বিদ্যালয় পাড়ার মৃত মফিজুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে মৃত আলতাফ হোসেন (৮১৫), গাংনীর আব্দুল জুব্বারের ছেলে মো: শামসুজ্জোহা (৮১৬), চৌগাছার মোমিন উদ্দিন মন্ডলের ছেলে মো: আলী হোসেন (৮২০), গাংনীর জর্জেস মণ্ডলের ছেলে শাবান আলী (৮২১), চৌগাছার মৃত আশরাফ হোসেনের ছেলে এস.এম বজলুল হক (৮২২), শিশিরপাড়ার মো: উমেদ আলীর ছেলে মো: ইসরাইল হোসেন (৮২৩), মালসাদহ গ্রামের হানিফ বেপারীর ছেলে কফিল উদ্দিন (৮২৪),

চৌগাছার হারুন অর রশিদের ছেলে মো: মজিবুল ইসলাম (৮২৫), গাংনীর রহিম বক্সের ছেলে আব্দুল বারী (৮২৬), গাংনী ডাক বাংলা পাড়ার মো: আবুল কাশেমের ছেলে মো: মেজবার রহমান (৮২৭), চৌগাছার মৃত আব্দুল হামিদ মোল্লার ছেলে মো: পাঞ্জাব আলী (৮২৮), সহগলপুর গ্রামের মৃত আক্কেল আলী মোল্লার ছেলে মো: মসলেম উদ্দীন মোল্লা (৮৩০), গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত মেছের আলীর ছেলে মো: আব্দুর রহমান (৮৩১), তেতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত নূর মোহাম্মদ মোল্লার ছেলে মো: মোশারফ হোসেন (৮৩২), কাজিপুর গ্রামের কলিম উদ্দিনের ছেলে মো: কায় খসরু (৮৩৫), বামন্দীর আক্কাস আলীর ছেলে মো: রওশন আলী (৮৩৮), নিশিপুর গ্রামের মো: কায়েম উদ্দিনের ছেলে মো: আব্দুল জলিল (৮৩৯), চরগোয়াল গ্রামের বেলায়েত হোসেনের ছেলে মো: আব্দুল মোতালেব (৮৪৩), মানিকদিয়া গ্রামের শওকত আলীর ছেলে মো: মোজাম্মেল হক (৮৪৪), সহড়াবাড়িয়া গ্রামের আজাহার বিশ্বাসের ছেলে মো: আনোয়ারুল ইসলাম (৮৮৬), মানিকদিয়া গ্রামের মো: দিদার হোসেনের ছেলে মো: দেলোয়ার হোসেন (৮৪৭), মানিকদিয়া গ্রামের হাফিজ উদ্দিনের ছেলে মো: আব্দুর রশিদ মালিথা (৮৪৮), মানিকদিয়া গ্রামের তৈকির আহম্মেদের ছেলে মোঃ আজম আলী (৮৪৯), আমতৈল গ্রামের মৃত বেলায়েত আলী মন্ডলের ছেলে মোঃ মুনছুর আলী (৮৫০), আমতৈল গ্রামের সুন্নত আলীর ছেলে মোঃ মুনতাজ উদ্দীন (৮৫১), আমতৈল গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দীনের ছেলে মো ◌ঃ আফতাব আলী (৮৫২), আমতৈল গ্রামের কিয়াম উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ আঃ জুব্বার (৮৫৩), মহেষপুর গ্রামের ইয়াজ উদ্দীনের ছেলে মোঃ মিনাহাজুল ইসলাম (৮৫৪), বুয়েরকান্দি গ্রামের আহম্মদ আলী ছেলে মোঃ আব্দুল মাবুদ (৮৫৫), ধর্মচাকী গ্রামের মোশারফ হোসেনের ছেলে মোঃ মোস্তাক আহম্মদ (৮৫৭), ভোমরদহ গ্রামের কলিম উদ্দীনের ছেলে এলেম উদ্দীন (৮৫৮), ধর্মচাকী গ্রামের ইয়াছিল আলীর ছেলে মোঃ শুকুর আলী (৮৫৯), ভোমরদহ মৃতক পঞ্জত আলীর ছেলে মোঃ আব্দুস ছাত্তার (৮৬১), আগপাড়া গ্রামের আফজাল হোসেন এর ছেলে মোঃ আমিনুল ইসলাম (৮৬৩), ধানখোলা গ্রামের ইসাহক আলীর ছেলে গোলাম মর্তুজা (৮৬৪), হেমায়েতপুর গ্রামের ছাদের আলী বিশ্বাসের ছেলে মোঃ মজিবুল হক (৮৬৫), গাংনী উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত রহছ উদ্দিন এর ছেলে মৃত ফজলুর রহমান (৮৬৬), হেমায়েতপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে মোঃ আমজাদ হোসেন (৮৬৭), হেমায়েতপুর গ্রামের বাদশা মন্ডলের ছেলে মোঃ শুকুর আলী (৮৬৮), শালদহ গ্রামের ছমির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ নুরুল ইসলাম (৮৬৯), শিশিরপাড়া গ্রামের আঃ সোবাহানের ছেলে মোঃ মোজাম্মেল হক (১০৪৭), পঃ মালসাদহ গ্রামের দিদার বকসের ছেলে মোহাঃ মনিরুদ্দীন (১০৮৪), চৌগাছা গ্রামের মোঃ আবুল হোসেন

মল্লিক মোঃ সেকেন্দার আলী (১০৪৯), চৌগাছা বাগানপাড়া আঃ করিম হোসেনের ছেলে মোঃ আব্দুস সালাম বিশ্বাস (১০৫০), শিশিরপাড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মোঃ আবুল কালাম (১০৫১), বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের মোঃ আবু বকর সিদ্দিকের ছেলে আহাম্মদ হোসেন (১০৫২), চৌগাছা ভিটাপাড়া গ্রামের মৃত জমির উদ্দীনের ছেলে মোঃ মনির উদ্দীন (১০৫৩), চৌগাছা গ্রামের মোঃ আমজাদ আলী বিশ্বাসের ছেলে মোঃ আতাহার আলী (১০৫৪), চৌগাছা গ্রামের আনিজান মালিথার ছেলে মোঃ আমিরুল ইসলাম (১০৫৫), চৌগাছা গ্রামের ছমির উদ্দীনের ছেলে মোঃ শফিউল ইসলাম (১০৫৭), বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের দাউদ হোসেনের ছেলে মোঃ গোলাম হোসেন (১০৫৮), চৌগাছা গ্রামের চতুর আলী বিশ্বাসের ছেলে মোঃ গোলাম মোস্তফা (১০৫৯), গাংনী মুনজিল মালিতার ছেলে আব্দুল খালেক (১০৬০), চৌগাছা গ্রামের মওলা বকস মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম (১০৬১), চৌগাছা গ্রামের মোহাম্মদ মোল্লার ছেলে মোঃ আব্দুল গনি (১০৬২), চৌগাছা গ্রামের মৃত মহিম মন্ডলের ছেলে মোঃ আবুল কাসেম (১০৬৩), কাথুলী গ্রামের মোঃ সামসুল হকের ছেলে মোঃ আলী হোসেন (১০৬৫), করমদি গ্রামের হাজী সৈয়দ আলির ছেলে মোঃ জাহিদ হাসান (১০৬৬), করমদি গ্রামের আতর আলীর ছেলে মোঃ আব্দুর রহমান (১০৬৭), হিন্দা গ্রামের ইমান আলীর ছেলে মোঃ মসলেম উদ্দীন (১০৬৮), হিন্দা গ্রামের পাচুঁ মন্ডলের ছেলে আবু তালেব (১০৬৯), করমদী গ্রামের দিদার মন্ডলের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন (১০৭১), তেতুলবাড়ীয়াগ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (১০৭২), কাজিপুর গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে মোঃ বাহাতুল্যা (১০৭৪), নওদাপাড়া গ্রামের মৃত চায়েন উদ্দিনের ছেলে মোঃ মকবুল ইসলাম (১০৭৫), সাহেবনগর গ্রামের মোঃ কাফুর উদ্দীনের ছেলে মোঃ সাইফুল ইসলাম (১০৭৬), কাজিপুর গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দীনের ছেলে মোঃ রফিকুল ইসলাম (১০৭৭), কাজিপুর গ্রামের কফিল উদ্দীনের ছেলে মোঃ জয়নুল আবেদিন (১০৭৮), কাজিপুর গ্রামের আরজান মুল্লার ছেলে পালু মোল্লা (১০৭৯), কাজিপুর গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে মোঃ কায়েম উদ্দিন (১০৮০), নিশিপুর গ্রামের আজিমদ্দীনের মোঃ নাসির উদ্দীন (১০৮১), নিশিপুর গ্রামের গোলাম রব্বানীর ছেলে মোঃ রুহুল আমিন (১০৮২), কুমারীডাঙ্গা গ্রামের মোঃ শমসের আলির মোঃ আসমোতুল্লাহ (১০৮৩), আমতৈল গ্রামের মৃত তছিম উদ্দীনের ছেলে মৃত আব্দুর মান্নান (১০৮৪), ষোলটাকা গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে মোঃ মহাদ্দেস আলী (১০৮৬), ষোলটাকা মকবুল হোসেনের ছেলে মোঃ মহাদ্দেস আলী (১০৮৬), কেশব নগর গ্রামের সিতাব মন্ডলে ছেলে মোঃ দিদার হোসেন (১০৮৭), জগিরগোফা গ্রামের সমশের আলীর ছেলে মো: আবুল হাশেম (১০৮৮), জগিরগোফা গ্রামের আব্দুল

বিশ্বাসের ছেলে মো : আজগর আলী (১০৮৯), মানিকদিয়া গ্রামের মসলেম পরামানিকের ছেলে মো : রবিউল হক (১০৯০), মানিকদিয়া গ্রামের রইচ মালিথার ছেলে মো : জারজিল মালিথা (১০৯১), সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল জাব্বারের ছেলে আনছার আলী (১০৯২), আমতৈল গ্রামের ওয়াজ মন্ডলের ছেলে মো : আজিজার রহমান (১০৯৩), মানিকদিয়া গ্রামের মো : হিরাজ মন্ডলের ছেলে মো : নাজিম উদ্দিন (১০৯৫), কুঞ্জনগর গ্রামের মুকুর আলীর ছেলে মো : আব্দুর হান্নান (১০৯৬), মিনাপাড়া গ্রামের আছলদ্দীনের ছেলে মো : আব্দুর রশিদ (১০৯৭), সাহারবাটি গ্রামের শহীদ এমলাম হোসেনের ছেলে মো : গোলাম মোস্তফা (১০৯৮), দর্মচাকী গ্রামের মাজহারুল হকের ছেলে মো : মাহাবুব এলাহী (১০৯৯), ঝোরপাড়া গ্রামের মৃত আ : কাদের মন্ডলের ছেলে মৃত নবিছদ্দিন (১১০০), হিজলবাড়ীয়া গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে মো : আমিরুল ইসলাম (১১০১), গাংনী চৌগাছার আহম্মদের ছেলে মো : ইয়াছিন উদ্দিন (১১০২), হেমায়েতপুরের ইয়াকুবের ছেলে মো : নবিছদ্দিন (১১০৩), হেমায়েতপুরের রবগুল বিশ্বাসের ছেলে মো : জামসেদ বিশ্বাস (১১০৫), হেমায়েতপুরের তাহাজ মালিতার ছেলে মো : সুমুর মালিতা (১১০৬), ঝোড়পাড়ার কাদের মনডলের ছেলে মো : তাজুল ইসলাম (১১০৭)।

মুজিবনগর উপজেলা

দারিয়াপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মো : কলিমুদ্দিন (৯০১), মৃত পাঁচু শেখের ছেলে মো : মজিবুর রহমান (৯০৩), সদর উদ্দিনের ছেলে মো : ছলিমুল্লাহ (১১০৯) ও ইনছান আলীর ছেলে এস .এম. আবু ইব্রাহিম (১১১০), আনন্দবাস গ্রামের কেতাব আলী বিশ্বাসের ছেলে মো : আব্দুল জলিল বিশ্বাস (৯০৭), নুর মোহাম্মদ মন্ডলের ছেলে মো : আফজাল হোসেন (৯৪৩), মৃত দিদার শেখের ছেলে মো : আনিছুর রহমান (৯৫১), খটাই মল্লিকের ছেলে মো : ফজলু মল্লিক (৯৫২), মৃত জানবক্সের ছেলে মো : ময়েন খাঁন (৯৫৩), জহর বিশ্বাসের ছেলে মো : জামাত আলি (৯৫৪), মৃত মোস্তা সাধুর ছেলে মৃত ইস্রাফিল (৯৬০), মৃত আ : ছোবার আলীর ছেলে মো : হাবিবুর রহমান (১১১৯), মৃত ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে মো : দাউদ আলী (১১২৭) ও ফজল মন্ডলের ছেলে মো : আমজাদ হোসেন (১১৪৬), ভবরপাড়া গ্রামের মৃত অবিলাস বিশ্বাসের ছেলে মো : শাহাব আলী (৯১২), মৃত আলীজানের ছেলে মৃত মহি উদ্দিন (৯১৫), মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে মো : লিয়াকত আলী (৯৫৯), মৃত গফুর শেখের ছেলে মো : রওশন আলী (৯৬৪), মৃত ছালাম বিশ্বাসের ছেলে মৃত কেসমত আলী (১১২১) ও মৃত মঙ্গল দফাদারের ছেলে মো : মফিজ উদ্দিন (১১২২), মানিকনগর গ্রামের মৃত মাকেতার মল্লিকের ছেলে মৃত মফিজ

উদ্দিন (৯৪০), মৃত বাছের আলীর ছেলে মো : রবিউল ইসলাম (৯৫৬), বাগোয়ান গ্রামের কাজী রওশন আলীর ছেলে কাজী মো : আব্দুর রউফ (৯৫০) ও মৃত মেহের উল্লার ছেলে মৃত কাজী আব্দুর বারী (৯৫৫), জয়পুর গ্রামের রিয়াজতুল্লা বিশ্বাসের ছেলে মো : খবির উদ্দিন বিশ্বাস (৯৬৩), সোনাপুর গ্রামের পাচুবদ্দীনের ছেলে মো : সামছুর রহমান (৯৬৫), দোয়া বক্স মন্ডলের ছেলে মো : ছাবদার আলী (১১২৩), নওশের আলীর ছেলে মো : হামিদুর হক (১১২৪) ও মৃত উকিল উদ্দিনের ছেলে মো : সাহেব আলী (১১২৫), যতারপুর গ্রামের মিলন মন্ডলের ছেলে মো : গোলাম মন্ডল (৯৬৮) ও কাবের মন্ডলের ছেলে মো : আবুল কাশেম (৯৬৯), রামনগর গ্রামের মফেজ উদ্দিনের ছেলে মো : ইসমাইল হোসেন (১১১২), মসলেম সেখের ছেলে মো : হাইবাত উল্লাহ (১১১৪), সামসুদ্দীন আহম্মেদের ছেলে মো : নজরুল ইসলাম (১১১৬) ও মৃত হাজী সামসুদ্দিন আহম্মেদের ছেলে মো : মোজাম্মেল হক (১১১৭), রশিকপুর গ্রামের ইছারুদ্দিনের ছেলে মো : আমীর হোসেন (১১১৩) ও মৃত রশিক মোল্লার ছেলে মৃত মোনতাজ মোল্লা (১১৩০), বিশ্বনাথপুর গ্রামের আবআস আলী শেখের ছেলে মো আনিছুল ইসলাম (১১১৫), বল্লবপুর গ্রামের আলম খাঁর ছেলে মো : দরুদ খাঁ (১১২০), পুরন্দপুর গ্রামের রহিম বক্সের ছেলে মো : আলতাব হোসেন (১১০৮), গৌরনগর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মো : মোনসুর আলী (১১১১), রতনপুর গ্রামের কুরুন মল্লিকের ছেলে মো : ছাব্দার আলী (১১২৬), মহাজনপুর গ্রামের মো আবু বক্কর মালিতার ছেলে মরহুম বাগবুল ইসলাম (বাবুল) (১১২৯), তারানগর গ্রামের মৃত এজাহার শেখের ছেলে মৃত আফতাব আলী (৯৪১), গোপালনগর গ্রামের লোকমান শেখের ছেলে মো : রমজান আলী (৯৪৮)।

দামুড়হুদার রুদ্রনগরের হিফজ পড়ুয়া ছাত্র সজিব নিখোঁজ

দামুড়হুদার রুদ্রনগর কাওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানার হিফজ পড়ুয়া ছাত্র সজিব রায়হান (১৫) ৮ দিন যাবত নিখোঁজ রয়েছে। সজিব রায়হান দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত দর্শনা থানার ফুরশেদ গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে।

নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্রের বাবা-মা জানান, গত ৭ ডিসেম্বর সকালে দামুড়হুদা উপজেলার রুদ্রনগর কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্র সজিব রায়হান নিখোঁজ হয় বলে মাদ্রাসার শিক্ষক তার বাড়িতে মোবাইল করে জানান। মোবাইলে শিক্ষক বলেন আপনার ছেলে ঐ দিন সকাল ৮টার দিকে মাদ্রাসা থেকে পরণে পাঞ্জাবী , লুঙ্গি, গায়ে হলুদ রঙের চাদর এবং মাথায় টুপি দিয়ে কোথায় গেছে, এখন পর্যন্ত মাদ্রাসায় আসে নাই ।

আমরা ঐ দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার সময় মাদ্রাসায় গিয়ে আমার ছেলেকে খোঁজ করলে মাদ্রাসার হুজুর বলে যে, আপনার ছেলে এখনো মাদ্রাসায় আসে নাই । পরবর্তীতে আমরা পুনরায় আমাদের নিকট আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে সহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করে কোথাও আমার ছেলে সজিব রায়হানকে পাইনি।

নিখোঁজ সজিব রায়হানের শারীরিক বর্ণনা দিয়ে তার বাবা-মা বলেন, আমার ছেলের গায়ের রং ফর্সা, লম্বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, মাথার চুলের রং কালো। এ ঘটনায় নিখোঁজের পিতা আব্বাস সোমবার দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে।

নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্রের পরিবার সকলের নিকট দোয়া কামনা করে বলেন যদি কোন স্বহৃদয়বান ব্যক্তি আমার ছেলে সাজিব রায়হানের কোন খোঁজ খবর পেয়ে থাকেন তাহলে আমাদের ০১৭৪৯-৭৩৭২৫০ অথবা অফিসার ইনচার্জ, দামুড়হুদা মডেল থানার ০১৩২০-১৪৮২৪৭ নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি।

আলমডাঙ্গায় দুটি পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন

জমি ও ঘর না থাকায় আলমডাঙ্গার কুটি পাইকপাড়ায় মানবেতর জীবনযাপন করছে দুটি পরিবার। সরকারি জমিতে ছোট কুঠির নির্মাণ করে মাথা গোজার স্বপ্ন খুঁজলেও অজ্ঞাত ব্যক্তিদের রোষানলের শিকার হচ্ছেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের কুটি পাইকপাড়া গ্রামের তাসলিমা খাতুনের সাথে দীর্ঘ ১৫ বছরের সংসারে ফাটল ধরে সদর থানার শোলগাড়ি গ্রামের শহিদুল ইসলামের সাথে।

গত ৭ বছর পূর্বে তাদের দুজনের ডিভোর্স হয়। ইতোমধ্যে তাসলিমা খাতুনের দাম্পত্য জীবনে দুটি কণ্যা সন্তান জন্ম নেয়। এখন বড় মেয়ে ৭ম শ্রেণী ও ছোট মেয়ে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী।

তাসলিমা খাতুন ঘোলদাড়ি বাজারে ছোট পরিসরে পার্লারের দোকান দিয়ে তাদের মানুষ করার চেষ্টা করলেও করোনার কারণে সে স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। ডিভোর্সের পর তাসলিমা খাতুন ও তার মেয়েদের নিয়ে বোনের বাড়িতেই অবস্থান করেন। তার বাবা বয়সের ভারে কোন কাজ করতে না পারলেও তারা সেই তাসলিমার সংসারেই অবস্থান করে।

গত ২ বছর পূর্বে তাসলিমার বাবা বড় বোন রোকেয়া খাতুনকে ২শতক জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়। রেজিষ্ট্রি করার পূর্বে তার জমিতে বসবাসের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেও সে তার কথা রাখে নি।

তাসলিমা তার দুই মেয়ে ও বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে না খেয়ে খোলা আকাশের নিচেই বসবাস করছে।

গত কয়েকদিন পূর্বে ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে সরকারি খাস জমিতে টিনের চালা বেধে একটু মাথা গোজার ঠাই করলেও তা অজ্ঞাত ব্যক্তিদের রোষানলে পড়ে ঘর নির্মাণে ব্যঘাত ঘটছে।

এই বিষয়ে তসলিমা খাতুন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাদের জমি ও ঘর নাই তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বসবাসের ঘর নির্মাণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও আমরা তা থেকে বঞ্চিত। চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের নিকট গেলেও তারা মূল্যায়ন করেনি।

তিনি আরো বলেন, নিজের জমি ও ঘর থাকলে কখনো সরকারি জমিতে ঘর বেধে থাকার স্বপ্ন দেখতাম না। এখানে সরকারি পাবলিক টয়লেট, যেখানে ঘর করছি সেখানে নিচে ধুধু ফাকা জায়গা ও ভাটো নদী। এখানে জীবন যাপন করতে আমাদের সমাজের মানুষ কতজন আগ্রহী এটাই বলতে চায়।

হাজী আরশাদ আলী কলেজে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জুতা পায়ে শহীদদের অবমাননা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের হাজী আরশাদ আলী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষসহ ৮ জন শিক্ষক শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জুতা পায়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে তারা এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।

সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে নানা সমালোচনার ঝড় উঠে । কেন জাতির বিবেকেরা এই ভুলটি করলেন সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন ছুড়ে সুশিল সমাজের ব্যক্তিরা। অনেকেই বলেছেন জাতির বুদ্ধিজীবী সন্তানদের শ্রদ্ধা নয় বরং উল্টো সম্মানহানী ঘটেছে।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ একে এম মোত্তালেব হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আজ সকালে আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসি। দীর্ঘদিন কলেজ বন্ধ থাকায় শহীদ মিনারে ধুলা-বালি জমেছে। আমি শিক্ষকদের জুতা খুলার কথা বললেও আমার কথা তারা এড়িয়ে যেয়ে বলেন, পায়ে ধুলাবালি ও ময়লা লাগবে তাই সবাই জুতা পায়ে আমরা শ্রদ্ধা জানায়।

দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

শহীদের রক্তের লাল রঙে রঞ্জিত এই আমাদের দেশ, তাদের মিলিত ত্যাগের গৌরব হবেনা কখনো শেষ। আজ ১৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামিজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের একত্র অংশগ্রহণে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

দর্শনা সরকারি কলেজ চত্বরে সকাল থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন, দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ও ভূমি কমিশনার মহিউদ্দিন পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন। এর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। দর্শনা পৌরসভা, অনির্বাণ থিয়েটার, দর্শনা প্রেস ক্লাব, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা কলেজ ছাত্র লীগ, বাংলাদেশ জাসদ, দর্শনা পূর্বরামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দর্শনা থানা, কলেজ শিক্ষক পরিষদ। পুষ্পমাল্য অর্পণের পর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ও সহকারি ভূমি কমিশনার মহিউদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাসদ নেতা আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস এ এম জাকারিয়া আলম,

দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রলীগের ভিপি ও জিএস নেতা আবু সাঈদ মোঃ হাসান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী কিতার আলী ও আনিছুর রহমান, অনিবার্ণ থিয়েটারের অর্থ সম্পাদক কবিরুল হক লিপু, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পাভেজ ও সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় সাফা ও সারার কৃতিত্ব

শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের আয়োজনে করোনাকালীন অনলাইন ভিত্তিক জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় জীবননগরের মেয়ে সাউদিয়া রহমান সাফা ও সারা রহমান জাতীয় পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। গত ১৮ অক্টোবর শহীদ শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবিবার শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল রহমান হেলো সরকার ও সাধারণ সম্পাদক লায়ন মুজিবর রহমান হাওলাদার আনুষ্ঠানিক ভাবে চুড়ান্ত বিজয়ীদের মাঝে ফলাফল ঘোষণা করেন। সাউদিয়া রহমান সাফা ও সারা রহমান আপন দু’বোন ও জীবননগরের সাংবাদিক কাজী সামসুর রহমান চঞ্চলের মেয়ে।

জীবননগর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাউদিয়া রহমান সাফা লোক নৃত্য “খ” গ্রুপে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইতি পূর্বে সাফা জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় সাধারণ নৃত্য, লোক নৃত্য ও ভরত নাট্যম নৃত্যে জাতীয় পর্যায়ে একাধিকবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন।

জীবননগর দৌলতগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সারা রহমান “ক” গ্রুপে সাধারণ নৃত্যে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

ঝিনাইদহের মধুহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ ৫ ইউপি সদস্য বহিষ্কার

সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা প্রণয়নে দুর্নীতি-অনিয়ম ও সরকারি কাজে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২ নং মধুহাটী ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েলসহ ৫ জন ইউপি সদস্যকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ হাতে এসে পৌঁছেছে।

শোকজ নোটিশ অনুযায়ী ১০ ডিসেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে মধুহাটী ইউপির চেয়ারম্যান ফারুক আহম্মেদ জুয়েল, ১নং ওয়ার্ডের সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ডের সদস্য শ্রী শান্তি বিশ্বাস, ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য আঃ মজিদ, ৬নং ওয়ার্ডের সদস্য গোলাম রসুল এবং ৮নং ওয়ার্ডের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শৈলকুপায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে শৈলকুপায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা’র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিলুফা ইয়াসমিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারি কমিশনার(ভূমি) পার্থ প্রতিম শীল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবী কালু, শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

সভায় মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।